ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7.....
৩১.০৭.২০০২

সম্পাদকীয়
ঢাকা বৃহস্পতিবার ১৭ শ্রাবণ ১৪০৯
১ আগস্ট ২০০২
ভোরের কাগজ

সরকারি বই কেনায় পক্ষপাত

বর্তমান সরকারের আমলে সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কেনার জন্য যে তালিকা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র— তা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ঢাকায় লেখক, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকারকৃত সৃজনশীল বই কেনার তালিকায় স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকদের রাজনৈতিক পরিচয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, 'জাতীয়তাবাদী' বলে কথিত লেখক-প্রকাশকদের পক্ষপাতদুষ্টভাবে তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে বই কেনার নামে দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করার চেষ্টা হচ্ছে।

অভিযোগটি গুরুতর। এখানে বলা দরকার যে সরকারি উদ্যোগে সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কেনার এই প্রথাটিকে আমরা অতীতেও সমর্থন করেছি। কারণ এতে আর্থিক দৈন্য দশার মধ্যেও স্কুল-কলেজগুলো তাদের লাইব্রেরিতে কিছু নতুন বইয়ের সংযোজন ঘটাতে পারে এবং ছাত্রদের মধ্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন বই পড়ার আগ্রহকে বাড়াতে পারে। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে আমাদের রুগ্ন প্রকাশনা শিল্পকেও এতে করে একটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়— যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তবে কর্মসূচিটি সার্থক হয় তখনই যখন এর মাধ্যমে দেশের নবীন-প্রবীণ লেখক-সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ এবং উন্নতমানের বইগুলো স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়। এ কারণে বইয়ের মান ও উপযোগিতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যখন এই বই কেনার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে মান-উপযোগিতার চেয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতই প্রধার নিয়ামক হয়ে ওঠে। সেটাই এখন হচ্ছে এবং তার মাত্রা ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে।

বিক্ষুব্ধ প্রকাশকরাই বলেছেন যে, পক্ষপাত ও দুর্নীতি এক্ষেত্রে আগেও ছিল, কিন্তু এবার তা করা হচ্ছে একেবারে নগ্নভাবে। তারা উদাহরণ দিয়েছেন যে, আগের সরকারের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখা তিনটি বই তালিকায় ছিল। আর এবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখা ১০টি বই তালিকায় আছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই ছিল ৩৪টি, এবার জিয়াকে নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা ৪২টি বা তারও বেশি। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী বা সরকারদলীয় নেতার ওপর লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৬টি।

দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি উদ্যোগে বই কেনার ব্যাপারটি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাজনৈতিক পছন্দের ব্যক্তি ও প্রকাশনা সংস্থার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে। পাশাপাশি দেশের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল লেখকদের বইকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এটা অন্যায় ও বৈষম্যমূলক। আমরা মনে করি, বই কেনার ক্ষেত্রে এই অনিয়ম অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সংকীর্ণ দলীয় ও রাজনৈতিক পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে বই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যও আমরা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।

বইয়ের মান ও উপযোগিতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যখন এই বই কেনার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে মান-উপযোগিতার চেয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতই প্রধার নিয়ামক হয়ে ওঠে। সেটাই এখন হচ্ছে এবং তার মাত্রা ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে।